দৈনিক বাংলা
দৈনিক বাংলা

তারিখ 09 AUG 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

স্কুলে ছাত্রছাত্রী ধরে রাখতে হবে

জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতির চাবিকাঠি শিক্ষার প্রসার ও শিক্ষিত জনশক্তি গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর সংখ্যাবৃদ্ধি অপরিহার্য। এই সত্য অনস্বীকার্য যে ছাত্রছাত্রী না বাড়লে স্কুল কলেজের সংখ্যা বাড়িয়ে শিক্ষা সংস্কার করে এবং শিক্ষাখাতে বিপুল অর্থ বরাদ্দ দিয়েও বাঞ্ছিত সুফল পাওয়া যাবে না। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি উন্নত দেশে শিক্ষিতের হার শতকরা প্রায় একশ ভাগ। দ্রুত উন্নয়নশীল দেশগুলিতেও শিক্ষার হার বেড়ে চলেছে। সেসব দেশের শিক্ষা প্রসারে সাফল্যের পেছনে আসল কারণ হল প্রায় প্রতিটি শিশুই স্কুলে যাচ্ছে। প্রতিটি শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া, তাদের লেখাপড়া অব্যাহত থাকা এবং শিক্ষার ন্যূনতম পর্যায়টি সমাপ্ত করাই উচ্চ শিক্ষা হার অর্জনের সবচেয়ে বড় গ্যারান্টি।

শিক্ষা বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা অনেক আগেই অনুভূত হলেও আমাদের দেশে শিক্ষা প্রসারের গতি খুবই মন্থর। এর বড় কারণ–ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি করাবার ব্যাপারে মা–বাপদের আগ্রহের অভাব। আর্থিক অক্ষমতাও অনেকের এই অনাগ্রহের একটি কারণ। স্কুলে ভর্তি হলেও লেখাপড়া নিয়মিত চালালে কিছু খরচ লাগে। স্কুলে না গেলে এই খরচ থেকে বাঁচা যায়। পক্ষান্তরে, শিশুরা বাপ–মায়ের সংসারের কাজে সাহায্য–সহযোগিতা করে আয়–উপার্জন করতেও বাধ্য হয় অনেকে। এছাড়া, স্কুলের অভাব তো আছেই।

জনসাধারণের নির্বাচিত সরকার শিক্ষার উপর সর্বাধিক জোর দিয়েছেন। এবারের বাজেটেও শিক্ষা খাতের বরাদ্দটিই সর্ববৃহৎ। প্রতিটি শিশু প্রাথমিক শিক্ষা লাভ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়েছে। গরীব শিশু ও তাদের অভিভাবকদের শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করা এবং তাদের আর্থিক সমস্যা কিছুটা সুরাহার উদ্দেশ্যে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া নারী শিক্ষার উপরও বেশী জোর দিচ্ছেন। সবাই জানেন যে, মেয়েরা শিক্ষার আলো পেলে গোটা পরিবার শিক্ষিত হবে, জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান সহজতর হবে এবং অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা কাটবে এদেশের ভাগ্য বিড়ম্বিত নারী সমাজের।

প্রধানমন্ত্রী প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ নিয়েই দায়িত্ব শেষ হল বলে মনে করছেন না। এই অভিযান সফল করার প্রচেষ্টাও চালাচ্ছেন তিনি। শিক্ষা বিস্তারের তৎপরতা সম্পর্কে খোঁজ–খবর নিচ্ছেন, শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করাবার এবং মাঝপথে 'ড্রপ আউট' রোধে সচেষ্ট হওয়ার জন্য মা–বাপ ও শিক্ষক সমাজসহ সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহবান জানাচ্ছেন। গত শনিবার আকস্মিকভাবে টঙ্গির কাছে আজমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি তিনি পরিদর্শন করেন। ছাত্রছাত্রীদের দিকে বেশী মনোযোগ দেবার, তাদের স্কুল ছেড়ে দেয়া বন্ধ এবং আরও বেশী ছাত্রছাত্রী ভর্তি করার জন্য তিনি ঐ স্কুলের শিক্ষকদের প্রতি আহবান জানান। লেখাপড়ায় মনোযোগ দেয়ার, নিয়মিত স্কুলে উপস্থিত থাকার এবং সমবয়সী দুঃস্থ ও দরিদ্র ছেলেমেয়েদের স্কুলে আসতে বলার জন্য প্রধানমন্ত্রী ছাত্রছাত্রীদের পরামর্শ দেন। গত মঙ্গলবার মুন্সিগঞ্জের কেউটখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করার সময়ও তিনি এসব কথা বলেছেন। দেশের সকল স্তরের শিশুদের শিক্ষার আলো দেয়ার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর গভীর আগ্রহ এবং আন্তরিক প্রচেষ্টারই প্রতিফলন ঘটেছে এসব কথায়। তার আহবান ও পরামর্শ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা অভিযান সফল করার ব্যাপারে শিক্ষকমন্ডলী, ছাত্রছাত্রী ও সমাজকে উদ্বুদ্ধ করবে। অন্যান্য উন্নয়ন কর্মসূচীর মত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা অভিযানের সাফল্যও সরকারী কর্মচারী কর্মকর্তাদের সক্রিয় ভূমিকার উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। এই অভিযানের কাজ–কর্মের সযত্ন তদারক, অগ্রগতির নিয়মিত মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য–সহযোগিতা সময়মত দেয়া হলে, এটি সফল হবেই।